"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের অর্থাৎ রুহানী ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকা উচিত, পরস্পর মিলিত হয়ে মত বের করো যে কিভাবে সকলকে সত্য পিতার পরিচয় দেবে"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা কোন্ নিশ্চয়ের আধারে নিজেদের উচ্চ ভাগ্যকে বানিয়ে নিতে পারে ?

*উত্তরঃ - প্রথমে বুদ্ধিতে যখন এই নিশ্চয় বসবে যে এখানে যিনি পড়ান তিনি হলেন স্বয়ং পরমাত্মা, ওঁনার থেকেই আমাদের সৌভাগ্য নিতে হবে, তখন রোজ পড়া পড়বে আর নিজেদের সৌভাগ্য উঁচু তৈরী করতে পারবে। বাবার শ্রীমৎ হলো বাচ্চারা, যেকোনো অবস্থাতেই তোমাদের কাজ হলো রোজ মুরলী পড়তে হবে। যদি ক্লাসে আসতে না পারো তাহলেও ঘরে রোজ মুরলী পড়ো।

*গীতঃ- তুমি হলে প্রেমের সাগর....

ওম্ শান্তি । আত্মারা অর্থাৎ বাচ্চারা জেনে গেছে যে আমরা আত্মারা হলাম বিন্দুর মতন। একইরকমের স্টারের মতন, কিন্তু আত্মা যে আছে সে নিজের বাবাকে কিভাবে রিয়েলাইজ করবে। দুনিয়ায় কেউই না নিজেকে, না বাবাকে জানে। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম বিন্দু। কত ছোট, বাবাও হলেন এতটাই ছোট। আত্মার থেকে পরমাত্মা বাবা বড় কিছু নয়। শরীর তো ছোট-বড় হয়। তোমরা এখন শিববাবার স্মরণে বসেছো। অবশ্যই কেউ যদি জেনেও যায় যে আত্মা হলো ছোট বিন্দু উপরন্তু তাতে ৮৪ জন্মের পার্ট রয়েছে, আশ্চর্যের কথা তাই না! যতক্ষণ পর্যন্ত আত্মা শরীরের আধার না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত ভূমিকা পালন করতে পারবে না। এমনিতে পরমাত্মাও হলেন আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের মতন ছোট কিন্তু বাবা কেন বলা হয় ? কারণ তিনি হলেন চির-পবিত্র। ওরা পরমাত্মাকে না জেনেও বাবা বলেন। যেমন তোমরা বুঝে স্মরণ করো তেমন ওরাও স্মরণ করে। এত যে ভক্ত রয়েছে, সকলের ভগবান হলো এক, ওঁনাকে পতিত-পাবন বলা হয়ে থাকে। সেইজন্য পতিত রয়েছে অনেক আর পতিত-পাবন হলেন এক। সাধু-সন্ত, মহাত্মাও ডাকা হয়, ওঁনাকে গডফাদার বলা হয়ে থাকে। তবে তো সকলের বাবাই হলেন, তাই না! ফাদারকে পতিত থেকে পবিত্র করতে আসতে হয়। পবিত্র বানানোর উপায় তিনিই বলেন কারণ আত্মাদের উপর পাপের বোঝা চেপে রয়েছে। ওরা তো কেবল লিখে দেয় -- বি হোলী(পবিত্র হও), কিন্তু এ'রকম স্লোগান লাগালেও কোনো লাভ নেই কারণ বাইরের কেউ তো বুঝতে পারবে না। এছাড়া তোমাদের তো বোঝানো হয়েছে তোমাদের স্লোগানের কি দরকার ! এর অর্থ হলো পবিত্র হও, বাবাকে স্মরণ করো। যতক্ষণ পর্যন্ত কাউকে বোঝানো না যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কিছুই বুঝতে পারবে না। যোগে থাকলে পবিত্র হতে পারে। ওরা বলে -- হি'জ হোলিনেস। এ হলো পবিত্রতার টাইটেল (উপাধি)। সন্ন্যাসীদের হোলি বলা হয় কারণ বিকারে যায় না। ওরা অবশ্যই পবিত্র থাকে, ব্রহ্মকে স্মরণ করে কিন্তু জন্ম বিকারীদের কাছে নিতে হয়। তোমাদের বলা হয় পবিত্র থাকো আর শিববাবাকে স্মরণ করো। সন্ন্যাসী নিজেকে কর্ম-সন্ন্যাসী বলে কিন্তু কর্মের সন্ন্যাস হয় না। কর্ম-সন্ন্যাস তখনই হবে যখন দেহ থাকবে না। দেহ ছাড়া তো ঘরে(প্রমাণে) থাকে। এখানে কর্মের সন্ন্যাস কিভাবে হতে পারে? এ'কথা বলাও মিথ্যা। ওরা বলে গৃহস্থীরা যে কর্ম করে তা আমরা করি না। গৃহস্থীদের কর্ম তো অনেক -- যজ্ঞ, তপস্যা, তীর্থ ইত্যাদি করে থাকে। তা সন্ন্যাসীরাও করে। এছাড়া পার্থক্য কেবল এ'টাই যে তারা উপার্জন করে ভোজন ঘরে তৈরী করে, সন্ন্যাসীরা তা করে না। তারা ভিক্ষাবৃত্তি করে খায় কারণ তাদের হলো হঠযোগ। হঠযোগের দ্বারা পরমাত্মার সঙ্গে মিলন হতে পারে না। যখন বাবা আসবেন তখনই তো ওঁনার সঙ্গে মিলিত হতে পারবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত বাবা না আসেন ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র দুনিয়ার স্থাপনাও হতে পারে না। কত বোঝান তবুও বোঝে না। বাচ্চারা সমাচার লেখে -- এত এতজন এসেছে। এখন দেখা যাক, কে কে নিজের সৌভাগ্যকে নিতে পারে। আসে অনেকেই কিন্তু বুদ্ধিতে এ'টা বসে না যে এদের যিনি পড়ান তিনি হলেন পরমপিতা পরমাত্মা, আমাদের ওঁনার কাছ থেকে সৌভাগ্য নিতে হবে। বাবা রেজিস্টারও দেখেন। কেউ-কেউ মাসে ৮-১০ দিনও আসে না, কেউ আসেও না তখন সে লেখেও না। যদি কেউ নাও আসে তাহলেও সে রোজ মুরলী পড়ে কি পড়ে না। যেকোনো অবস্থাতেই রোজ মুরলী পড়তে হবে। যেমন ছোট-ছোট জপ সাহেব, সুখমণি (শিখ সম্প্রদায়ের প্রার্থনা পুস্তক) বানায়, মনে করে যেকোনো ভাবেই যেন পড়তে পারে। তোমরা বোঝ যে ওই পড়া থেকে কি প্রাপ্তি হবে। কিছুই না। পড়লে অল্প সময়ের জন্য বুদ্ধি ঠিক থাকবে কিন্তু বাবার থেকে কোনো উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হবে না। আরোই বিকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে তারপর আর তার থেকে কোনো প্রাপ্তি হয় না। বলা হয় যে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, অবশ্যই এখন বিনাশের সময় আর কেউ পরমাত্মাকে জানে না। তারা বলেও যে আমরা রচয়িতা এবং রচনার আদি-মধ্য-অন্তকে জানি না কিন্তু ড্রামার আদি-মধ্য-অন্তকে তো জানা উচিত, তাই না! বাবা বোঝান সত্যযুগে হলো আদি,

কলিযুগে হলো অন্ত। সেইজন্য তিন কালকে, তিন লোককে বুঝতে হবে। তিন লোক হলো স্থূললোক, সূক্ষ্মলোক....। ওরা বলে -- শাস্ত্র হলো অনাদি কিন্তু বাবা বোঝান যে যবে থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তবে থেকেই শাস্ত্রও শুরু হয়, তাহলে দ্বাপরযুগ মধ্য হয়ে গেলো। অর্ধেক কল্প সত্যযুগ, অর্ধেক কল্প কলিযুগ। অর্ধেকের হিসেব রয়েছে। ওরা মধ্যকে জানতে পারে না কারণ কল্পের আয়ু লক্ষ-লক্ষ বছর বলে দেয়। বলা উচিৎ বাবাকে জানো, ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হও তবেই উত্তরাধিকার পাবে। প্রথমে কেউ এলে জিজ্ঞাসা করো -- কোথা থেকে এসেছো ? বলে যে, বি.কে.-র কাছে। তোমরা বলো - চিন্তন করো দেখো এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে তাহলে ব্রহ্মাবাবাও রয়েছেন! কত সেন্টার্স রয়েছে, অগণিত ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা রয়েছে। অবশ্যই এত এত সন্তান একজন বাবার কিভাবে হতে পারে ! লেখা হয়, ইনি প্রজাপিতা তাই এত ব্রহ্মাকুমার-কুমারী রয়েছে। এমন-এমনভাবে বুঝিয়ে দাঁড় করাতে হবে। তারপর অবশ্যই খেয়াল করো যে প্রজাপিতা ব্রহ্মা কার সন্তান ? এত সন্তানের রচনা করা তো পরমাত্মার কাজ, তাই না! তাহলে পরমাত্মা তো আসেন, তাই না! গায়ন রয়েছে, তুমিই মাতা-পিতা.... তাহলে ব্রহ্মা তো বাবা হয়ে গেলেন, তাই না! তাহলে পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা রচনা করেন, কনভার্ট করেন। অ্যাডপ্ট করেন উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য। পবিত্র করেন কিভাবে? স্মরণের দ্বারা। সমস্ত ধর্ম ভুলে মামেকম্ স্মরণ করো। সকলেই ডাকে। আমি হলাম নলেজফুল, ব্লিসফুল (সুখদাতা), লিবারেটর (মুক্তিদাতা), গাইড। তাই সুখধামে নিয়ে যাই। সুখ কোথায় ? সুখধামে।

এখন বাবা নিয়ে যায় শান্তিধামে, তারপর আসে সুখধামে। এ'কথা কিভাবে স্মরণ করবে? রোজ-রোজ বলতে থাকো, অন্যদের বোঝাতে থাকো তবেই পয়েন্টস্ বুদ্ধিতে আসতে থাকে। যখন কাউকে বোঝাও তখন তাদের দিয়ে লিখিয়ে নেওয়া উচিৎ। পরমাত্মা যিনি হলেন আত্মাদের পিতা - তাঁর ঠিকানা লেখা উচিত যে বাবা হলেন শিব, ওঁনার থেকে উত্তরাধিকার নেব। সেইজন্য পরিশ্রম করা উচিৎ কিন্তু পরিশ্রম করবে কে? সেইজন্য বাচ্চাদের স্বয়ং দাঁড়িয়ে তারপর অন্যান্যদের দাঁড় করানো উচিত আর সার্ভিসের জন্য প্ল্যানস্ তৈরী করে দেওয়া উচিৎ। যেমন মিলিটারিতে বড় বড় কমান্ডার্সরা মিলিত হয়, তাই না! এখানেও তেমন বাচ্চাদের মিলিত হওয়া উচিৎ। কিন্তু কি আর করা, পরস্পর মিলিত হয় না। বাস্তবে তোমাদের ব্রাহ্মণদের পরস্পরের মধ্যে অত্যন্ত ভালোবাসা থাকা উচিৎ। কোনো মত বের করা উচিত -- কিভাবে কাউকে বোঝাবো। দেখো, লক্ষ্মী-নারায়ণের কত মন্দির রয়েছে। তাহলে মন্দির নির্মাণকারীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা উচিৎ যে তোমরা এই মন্দির নির্মাণ করেছো কিন্তু জানো কি এঁনারা এই রাজ্য কিভাবে পেয়েছে? তারপর রাজ্য কিভাবে হারিয়েছে? শ্রীকৃষ্ণের চিত্র অতি সুন্দর, এতে ৮৪ জন্মের কাহিনী অত্যন্ত ভালো। এই চিত্র কেবল বড় তৈরী করা উচিত । বাবা বলেন, কেউ এলে তখন যুক্তি-সহ জিজ্ঞাসা করা উচিৎ যে আপনারা গীতা পড়েছেন ? তারপর অবশ্যই বলো যে গীতার ভগবান কে ? তখন এ'রকমভাবে যুক্তিসহ বোঝানো উচিত । কথিত আছে তাই না! তোমরা হলে মাতা-পিতা..... তাহলে এই ব্রহ্মা হয়ে গেলেন মাতা তাই ওঁনার সাথে সম্বন্ধ রাখা উচিত । যদি ওঁনার থেকেই ভালোবাসা চলে যায় তবে খেলা শেষ। বাবার থেকে উত্তরাধিকার কিভাবে পাবে? তোমাদের লড়াই পুরোনো শত্রুর সঙ্গে। কারোর জানা নেই যে রাবণের সঙ্গেও কোনো যুদ্ধ হয়। কথিত আছে, সত্যের নৌকা দোলায়মান হবে কিন্তু ডুববে না। তাহলে দোলে কতখানি ! অন্যান্য সৎসঙ্গে তো হেলদোল করার কথাই নেই। এখানে তো মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। যতক্ষণ পর্যন্ত না বাবাকে বুঝেছে ততক্ষণ পর্যন্ত লিখে দিলেও কিন্তু (পোষা) তোতাপাখির মতন কন্ঠস্থ হয়ে যায় না। জংলী তোতা আসে আর চলে যায়। অল্ফকে(বাবা) বুঝতে হবে। এ'রকম প্রজা তো অনেক রয়েছে কিন্তু রাজত্ব পাওয়ার জন্য কেউ দাঁড়ায় না। দীপশিখায় আহুতি দিয়ে দেবে এইরকম খুব মুশকিলই কেউ হয়।

আচ্ছা! মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মারূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

রাত্রিকালীন ক্লাস :-

বাচ্চারা, তোমরা বাবার ডায়রেক্শন পেয়েছো যে বাচ্চারা বাবাকে স্মরণ করো। তোমরা বলো, অবসর নেই। এখন অবসর কোথায় চলে যায়? অবশ্যই মায়া তোমাদের সময় নিয়ে নেয়। মায়াও কিন্তু শক্তিশালী, যে তোমাদের বাবাকে স্মরণ করার অবসর দেয় না। তবেই তো বলো সারাদিনে আধা ঘন্টা, ২০ মিনিট স্মরণে থাকো, সারাদিনে কেউ দুই ঘন্টাও বাবাকে স্মরণ করে তা মুশকিল। যে মনে করে আমি দু'ঘন্টা স্মরণ করি, তারা হাত উঠাও ওই স্থূল স্মরণ, পুরোনো স্মরণ তো চলতেই থাকে। ইনি হলেন ইনকরপোরিয়াল (বিদেহী), এঁনার তো নিজের চোখ, কান নেই। বাচ্চাদের বলেন -- মামেকম্ (একমাত্র আমাকেই) স্মরণ করো। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো। সেইজন্য বাবা জিজ্ঞাসা করেন - কতক্ষণ বাবাকে স্মরণে থাকো? বাচ্চারা খেলতে গেলে টিচারকে স্মরণ করে। ঘরে পড়াশোনা করলেও টিচার স্মরণে থাকে। তা

সে'টা হলো স্থূল স্মরণ। এতে সামান্য অসুবিধা রয়েছে। তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন যে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে দুই ঘন্টা যারা স্মরণে থাকতে পারো, তারা হাত ওঠাও। লজ্জা পেও না, সত্যি করে বলো। তোমরা এখানে বসে থাকো, বাবা মুরলী শোনান তখন বুদ্ধি অন্যদিকে চলে যায়, তাই না! এত বুদ্ধিতে ধারণও হয় না। যেমন এখানে সকালে এক ঘন্টা বোঝান, তখন কি সেই এক ঘন্টা বাবাকে স্মরণ করো নাকি বুদ্ধি বাইরে চলে যায়? অবশ্যই পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে বুদ্ধি কোথাও না কোথাও চলে যায়। সবকিছু শোনে না। যদি বসে সবটা শোনে এবং নোট করতে থাকে তবে বাবা বলবেন - হ্যাঁ, এদের যোগ হলো সঠিক। সে'জন্য শোনার সময় অ্যাটেনশন দিতে হবে আর পুরো পয়েন্টস্ লিখতে হবে। যদি লিঙ্ক (যোগ) ছিন্ন হয়ে যায় তবে পয়েন্টস্ ভুলে যাবে। বাবা বোঝান যে হার্ট ফেল করে মৃত্যু হলো অতি মধুর(সুখের) মৃত্যু। এতে তোমার, আমার চক্র কিছুই নেই। বসে-বসে এই পড়ে গেল, অজ্ঞান হয়ে গেলো, শেষ। ব্যস আর জ্ঞানে ফিরলোই না। এ অতি ভালো মৃত্যু। বাকি মানুষেরা তো কান্নাকাটি করে আর তোমরা খুশি হবে। আরে বাঃ ! এনার মৃত্যু অতি সহজভাবেই হয়েছে, এনার কোনো দুঃখ (কষ্ট) হয়নি। যদি মৃত্যু হয় তবে যেন এমনই হয়। নাহলে ওষুধ, নার্স, এই-সেই অনেককিছু থাকে, তাই না! সেইজন্য যে বসে বসে এই পুরোনো জুতোকে (শরীর) পরিত্যাগ করে দেবে, কর্মাতীত অবস্থা হয়ে যাবে, এইভাবে শরীর ত্যাগ করলে, তাহলে সেটা সবথেকে ভালো। ভবিষ্যতে তোমরা দেখবে যে অনায়াসেই বোমা বর্ষণ হবে আর সকলে বসে বসেই চলে যাবে। চেহারাও প্রফুল্লিত থাকবে। কখনও কখনও যখন সহজেই মৃত্যু হয় তখন দর্শনকারীরা বলে যে এ তো যেন জেগে রয়েছে, এ তো যেন হাসছে(প্রফুল্লিত), এরকম তো কেউ বলতে পারবে না যে এ মারা গেছে। আত্মা প্রফুল্ল হয়ে যায়, তাই না! সেইজন্য আত্মাতে যদি প্রফুল্লতা থাকে তবে বাইরের চেহারায় তা তো দেখা যাবেই, তাই না! আত্মা তো কখনও বিনাশ হয় না, আত্মা শরীর পরিত্যাগ করে। সেইজন্য অত্যন্ত খুশিতে হাসতে হাসতে এই শরীর ত্যাগ করবে -- একেই বলে কর্মাতীত অবস্থা। তাঁদেরই এত উচ্চ বলে মহিমা (গায়ন) করা হয়। বাচ্চারা, তোমাদের এ'ভাবেই যেতে হবে, শরীরের কোনো পরোয়াই নেই। আর দ্বিতীয় কোনো বস্তু স্মরণে আসবে না, একে বলা হবে সবচেয়ে মিষ্টি, নিজে থেকেই শরীর ত্যাগ সেইজন্য সাঁপের উদাহরণ দেওয়া হয়ে থাকে। সত্যযুগে এমন হয় যে খুশিতেই (ইচ্ছে মতো) শরীর ত্যাগ করে। সেইজন্য প্র্যাকটিস এখান থেকেই করতে হবে, ভবিষ্যতেও সেই প্র্যাকটিস চলতে থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরা বাবাকে কতখানি ভালোবেসে স্মরণ করো। ইংরেজিতে বলা হয় মোস্ট বিলাভড, পরম প্রিয়, অতি মিষ্টি। মানুষকে তো পরমপ্রিয়, মোস্ট বিলাভড বলতে পারো না। বাবা বলেন -- বাচ্চারা, আমি তোমাদের বাবাও, টিচারও, গুরুও। তোমরা যদি কখনও টিচারকে ভুলে যাও তাহলে বাবাকে স্মরণ করতে পারো। বাবা হলেন গাইড, গাইডকে পান্ডাও বলা হয়। উনি হলেন দুঃখ থেকে মুক্তি দাতা, শান্তিধামে সঙ্গে করে গমনকারী, তার পিছনে হলো সুখধাম। তোমরা এই জ্ঞান-ঘাস পাও, তারপর তোমরা এ'বিষয়ে বিচার সাগর মন্থন করো। যেমন গরুর মুখ চলতেই (জাবর কাটা) থাকে। তোমাদের তো মুখ চলার দরকার নেই, এছাড়া অন্তরে সবকিছু স্মরণ করতে হবে। যেমন হলে তোমরা তেমনই আমি। আমার তো আরও অল্প ঘন্টা (সময়) প্রাপ্ত হয়। কারণ আমার বুদ্ধিযোগ খুব বাইরে চলে যায়, কখনো কারোর চিঠি এলো, অমুকের খিটখিট (ঝগড়া), এই আছে, ওই আছে.... তাই সারাদিন ওইদিকে বুদ্ধি যায় কিন্তু বোধহয় বাচ্চাদের থেকে বাবার কাছে বেশি সহজ কারণ পাশেই (সাথে) থাকেন। যখন বাবা ভোজন করার জন্য বসেন তখন ভাবেন, আচ্ছা আমি বাবাকে স্মরণ করি, ২-৩ মিনিট স্মরণ করি তারপর ভুলে যাই। স্মরণ হাওয়ার মতন উড়ে যায়, বাচ্চারা চেষ্টা করে দেখো। সহজ হলেও স্মরণে সময় তো লাগে, তাই না! আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাবা এবং দাদার (পিতামহ) দিল হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে আদরসহ প্রেমপূর্ণ স্মরণের স্নেহ-সুমন এবং শুভ রাত্রি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি আত্মা রূপী বাচ্চাদের প্রতি আত্মাদের বাবা জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) পরস্পর অতি প্রেমময় হয়ে থাকতে হবে, মিলেমিশে সিদ্ধান্তে উপনীত হও যে কোন্ যুক্তিতে প্রত্যেকের কাছে বাবার সমাচার পৌঁছে দেবে।

২) এ হলো বিনাশের সময়, সেইজন্য অদ্বিতীয় বাবার সাথে সত্যিকারের ভালোবাসা রাখতে হবে। যোগের দ্বারা আত্মাকে পবিত্র বানাতে হবে।

বরদানঃ- স্বরাজ্যের সাথে অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি ধারণকারী প্রকৃত রাজঋষি ভব

একদিকে রাজ্য আর অন্যদিকে ঋষি অর্থাৎ অসীমের বৈরাগ্য বৃত্তি। এরকম রাজঋষির কোথাও - নিজের

প্রতি, ব্যক্তির প্রতি, বস্তুর প্রতি.... আকর্ষণ থাকতে পারে না। কারণ স্বরাজ্য হলে তখন মন-বুদ্ধি-সংস্কার সবই নিজের বশে থাকে আর অসীমের বৈরাগ্য থাকে। তাই পুরোনো দুনিয়ার দিকে সঙ্কল্পমাত্রও আকর্ষণ যেতে পারে না, সেইজন্য নিজেকে রাজঋষি মনে করো অর্থাৎ রাজা হওয়ার সাথে সাথে অসীমের বৈরাগী হও।

স্লোগানঃ- সমঝদার সে-ই যে সব আধার (অবলম্বন) ভেঙে পড়ার পূর্বেই অদ্বিতীয় বাবাকেই আধার বানিয়ে নেয়।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;